অখণ্ড মহাপীঠে শ্রীশ্রীপরাঙ্কুশ মহারাজ

ইং ২০০৪, ৩রা জানুয়ারী শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে অখণ্ড মহাপীঠে শ্রীশ্রীপরাঙ্কুশ মহারাজের শুভ আগমন ঘটে। তিনি একটি মারুতি ভ্যানে নামগান শুনতে শুনতেই আশ্রমে প্রবেশ করলেন। ওঁনার আগমনে আমরা সকলেই খুব আনন্দিত হয়েছিলাম। আশ্রমে এসে পৌঁছলে শ্রীমহারাজকে প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করে বরণ করা হল। শ্রীমা তাঁকে অভূতপূর্ব সম্মান প্রদান করলেন। তিনিও তখন আমাকে (সংযুক্তানন্দময়ী) ডেকে বললেন, ''মায়ের গায়ে এই শালটি দিয়ে দাও।'' দেখলাম, শ্রীমায়ের জন্যে মহারাজ ফুলের মালা ও শাল নিয়ে এসেছেন। শ্রীমায়ের গাত্রে শালটি জড়িয়ে দেওয়া হলে উনি মাকে দর্শন করে বারংবার বলতে থাকেন,''আহা! মা আনন্দময়ী, মা আনন্দস্বরূপা।'' এরপর আমরা সকলে তাঁকে প্রণাম করলাম; তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করে বললেন, ''তোমরা বড় ভাল মা পেয়েছ, স্বয়ং দুর্গা। জয় দুর্গা, জয় দুর্গা, জয় দুর্গা।'' বলে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করলেন। শ্রীমাও তাঁকে প্রতি নমস্কার জানালেন। এরপর শ্রীমায়ের সঙ্গে ওঁনার শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথ ঠাকুরের সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক আলোচনা হল। সে আলোচনার বিষয়বস্তু আমরা কিছুই বুঝিনি। তবে শ্রীমায়ের সঙ্গে আধ্যাত্মিক আলোচনা করে উনি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে উনি হঠাৎ বলে উঠলেন, ''উঃ! কেন যে আমি আজ আরেকটা ভাষণের প্রোগ্রামটা রাখলাম? অগত্যা আমায় যেতেই হবে। মা, আমি আবার একদিন আসব।'' তখন আমরা তাড়াতাড়ি করে প্রসাদ নিয়ে এলাম আর একথালা কাজু দেওয়া হল যা দিয়ে তিনি হরির লুট দিলেন। এইদিন শ্রীশ্রীপরাঙ্কুশ মহারাজের অমিয় কথা নিম্নাংশে কিছু উদ্ধৃত করছি। —

অখণ্ড মহাপীঠে শ্রীশ্রীমা ও
শ্রীশ্রীপরাঙ্কুশ মহারাজ

''জীব আর ভগবান—ভগবান পরমাত্মারূপে যোগীগণের কাছে ধরা দেন। জ্ঞানীগণের কাছে ধরা দেন অদ্বয় জ্ঞান রূপে, সেই একই জ্ঞান সর্বত্র; 'সেই-ই এক। দুই কিছু নাই'। — এই জ্ঞানে সঠিক প্রতিষ্ঠিত হলেই, তিনি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনভাবে ভক্তের কাছে তিনি ভগবান হন। তিন প্রকারে ভক্তকেই তাঁর মহিমা উপলব্ধি করাবার জন্য তিনি বোধস্বরূপে ব্যক্ত হন। আমরা তিনভাবে তাঁর সঙ্গে মিশি — তিনি পরমাত্মা, তিনি আত্মা, তিনি জীবাত্মা। স্বয়ং ভগবান হলেন নিত্য। ভগবান তবে কিভাবে জীবের সাথে মিলবেন? জীব কিভাবে ভগবানের সাথে লীলা করবে? ''যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানাং অধর্মস্য তদাত্মানাম্ সৃজাম্যহম...।।''—গীতা। আমাদের স্বধর্ম, আমাদের স্বরূপ বোধ, সত্যদর্শী ঋষি যাঁরা, তাঁরা সত্যকে জগতের জন্য প্রকাশিত করে দেন, তাঁকে উপলব্ধি করার জন্য এবং তাঁদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের শক্তির প্রভাবে আমাদের হৃদয়ের সঙ্কোচ বোধ, আমাদের অন্তরের মানসিক কলুষতা দূরীভূত হয়। এখন আমরা যুগের বিবর্তনে এসে পৌঁছেছি, আর্যগণ মুনিঋষিরা যোগের কথা, জ্ঞানের কথা, ধর্মের কথা বলেছেন এবং তাতে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আর্যগণ বেদ-বেদান্তের মাধ্যমে যোগের কথা বললেন; পূর্ণ আবির্ভূত হয়ে যোগ দিয়েও যাচ্ছেন এবং রেখে যাচ্ছেন তাঁদের ঋষিকল্প প্রতিনিধি জগতের হিতার্থে। সেসব ঋষিগণ ভগবৎকর্মের অধিকারী। তাঁরা ভগবানের নাম-সংকীর্তন ইত্যাদি ধর্মকর্ম জগতে প্রচার করলেন। সেই নামের জন্যই ব্যাসদেব বললেন ''কর হরিনাম সংকীর্তনম্'' শংকরাচার্য্য বললেন, ''ভজো গোবিন্দম্, ভজো গোবিন্দম্, ভজো গোবিন্দম্।'' আবার মহাপ্রভু এলেন —''আজানুলম্বিত ভুজৌ কণকাবদাতৌ, সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ। বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ, বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ।।'' — মহাপ্রভু সমস্ত শাস্ত্রের সার নির্যাস সংগ্রহ করে জীবের জন্য দিয়ে গেলেন কি — ''নাম কলৌদল হরি সংকীর্ত্তনম্''; তাই তিনি নিজে ঘোষণা করলেন হরির নাম, ''হরে রাম, হরে রাম, হরে রাম''। এটাই হল যোগের প্রথম পদক্ষেপ। নামের দ্বারা সহজেই মন রজ, তম গুণের উর্ধ্বে উপনীত হয়। মন

বোঝে যে নাম আর ভগবান আলাদা নয়। নামই যোগের ক্ষেত্র তৈরী করে। নাম দ্বারা জীব ভগবৎমুখী হয়ে তাঁর প্রেমের মাধ্যমে নাম করতে করতে যোগের সমস্ত পর্য্যায়গুলিকে আপনা আপনি উপলব্ধি করতে পারে। সুষুম্নার দ্বার খুলে যায়, কুলকুণ্ডলিনী শক্তি মা জীবসত্তায় জাগরিত হন। সেই নাম সংকীর্তনে তখন জীবের অন্তরে আত্মজ্ঞান বিকশিত হয়। যোগী হয়ে যান তিনি।''

শ্রীশ্রীপরাঙ্কুশ মহারাজ যখন আমাদের আশ্রমে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর শান্ত, সৌম্য, জ্ঞানী শিশুর মতো চেহারা দেখে আমরা সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমাদের মনে এক অব্যক্ত আনন্দের ঢেউ খেলে গেল; আমাদের আশ্রম নামগানে মুখরিত হয়ে উঠল। তাঁর হস্তে ধারিত গুরুপ্রদত্ত গৈরিক বস্ত্র পরিধৃত দণ্ডটিও আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমরা লক্ষ্য করেছি যে উনি এক মুহূর্তের জন্যেও দণ্ডটি হাতছাড়া করেননি। শ্রীশ্রীমা আমাদের বললেন, ''সাচ্চা শিষ্য হলে তবেই সদ্‌গুরু তার মধ্য দিয়ে কর্ম করতে পারেন। শ্রীপরাঙ্কুশ বাবার মধ্যে তাঁর গুরুশক্তি সর্বক্ষণ কাজ করে চলেছেন, অনুভব করলাম। বাবা পরাঙ্কুশ ঋষিকল্প মানুষ। তাঁর চোখের দৃষ্টিটাই অসাধারণ স্বচ্ছ! ইনি হলেন তাঁর সদ্‌গুরুর সাচ্চা সেবক। ইনি অনেক সাধনাও করেছেন, এখনও করে চলেছেন।''

শ্রীশ্রীপরাঙ্কুশ মহারাজ ইং ২০১১ সালের ঁশ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথিতে (১৪ই জুলাই) তাঁর নাম সেবিত অমিয় তনু ত্যাগ করত অমৃতধামে যাত্রা করেন। তাঁকে জানাই আমাদের হৃদয়ের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শতকোটি প্রণাম।

—মাতৃচরণাশ্রিতা সাধ্বী সংযুক্তানন্দময়ী